হাসপাতালে ভর্তি ফরমে স্বামীর স্থানে তুষারের নাম, বিস্ফোরক অভিযোগ নীলা ইস্রাফিলের

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক নেত্রী নীলা ইস্রাফিল অভিযোগ করেছেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়াই ভর্তি ফরমে স্বামীর নামের জায়গায় দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষারের নাম বসানো হয়েছে। এর আগে তিনি সরোয়ার তুষারের নামে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনেছিলেন। এনসিপি থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় দল থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

শনিবার (৯ আগস্ট) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে সরোয়ার তুষারের নামে অনুমতি ব্যতীত স্বামীর জায়গায় নিজের (সরোয়ার তুষারের) নাম ব্যবহার করার অভিযোগ এনে তিনি লিখেন,

"আমি নীলা ইস্রাফিল। ওই দিন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়। আমার নিজের নাম, পরিচয়, জীবনের সিদ্ধান্ত সবকিছুর ওপর তখন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর ঠিক সেই সুযোগেই সারোয়ার তুষার আমার স্বামীর নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছে। এটা কোনো 'ভুল' নয়, এটা আইনগতভাবে জালিয়াতি।"

নীলা আরও লিখেন,

"বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নথি মিথ্যা তথ্য দিয়ে তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তন করাও অপরাধ।"

তিনি এই ঘটনার মাধ্যমে নিজের সামাজিক সম্মান ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন। নীলা বলেন,

"আমার অনুমতি ছাড়া আমার পারিবারিক পরিচয় বিকৃত করা মানে শুধু আমার সামাজিক সম্মানকে আঘাত করা নয়, এটা আমার মানবাধিকার লঙ্ঘন। UDHR-এর (Universal Declaration of Human Rights) ধারা ৩, ৫, ১২ ও ২২ অনুযায়ী আমার ব্যক্তিগত মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং আইনি নিরাপত্তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হাসপাতালের নথিতে এই ভুয়া তথ্য ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, যা আমার সামাজিক ও আইনগত নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।"

নীলা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন,

"আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি, অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করা হোক। দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"

তিনি আরও বলেন,

"আমার প্রকৃত তথ্য পুনঃস্থাপন করা হোক এবং রোগীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা এমন অপরাধ করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হোক। এটা শুধু আমার লড়াই নয়, এটা প্রতিটি মানুষের নিজের পরিচয়, মর্যাদা এবং অধিকারের জন্য লড়াই।"